চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:২২.১২.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

রাজস্ব আদায়ে গতি আনতে নির্দেশনা দিলেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম নগরীর টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে রাজস্ব আদায় জোরদারের নির্দেশনা দিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং বাণিজ্যিক রাজধানী হলেও ট্রেড লাইসেন্স ও অন্যান্য খাতে রাজস্ব আদায় এখনো সম্ভাবনার তুলনায় কম। এই অবস্থার পরিবর্তনে রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আরও সক্রিয়, দায়িত্বশীল ও মাঠমুখী হতে হবে। সোমবার টাইগারপাসস্থ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সভাকক্ষে রাজস্ব বিভাগের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র এসব কথা বলেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন চসিকের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সরোয়ার কামাল, রাজস্ব কর্মকর্তা মো. সাব্বির রহমান সানি, স্টেট অফিসার অভিষেক দাশ, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির চৌধুরী এবং আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ।

সভায় উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী, সাধারণ হিসেবে চট্টগ্রাম নগরীতে ছোট-বড় মিলিয়ে ১০ লক্ষাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে বলে ধারণা করা হলেও বর্তমানে ট্রেড লাইসেন্সের সংখ্যা দেড় লক্ষেরও কম। ফলে বিপুল পরিমাণ সম্ভাব্য রাজস্ব আদায় হচ্ছে না। ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব, কর ফাঁকির প্রবণতা এবং রাজস্ব বিভাগের লজিস্টিক ও এক্সপোজার ঘাটতিকে এই পরিস্থিতির প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।সভায় জানানো হয়, বিগত কয়েক বছরের তুলনায় রাজস্ব আদায়ের হার ইতোমধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে শপসাইন ও বিজ্ঞাপন ফি খাতে চলতি ছয় মাসেই আগের বছরগুলোর বাৎসরিক আদায়ের চেয়ে বেশি রাজস্ব সংগ্রহ হয়েছে, যা আগামী দিনে আরও বাড়বে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

রাজস্ব আদায় জোরদার করতে লাইসেন্স ও হোল্ডিং শাখার কর কর্মকর্তা, উপকর কর্মকর্তা ও লাইসেন্স ইন্সপেক্টরদের ভেস্ট ও আইডি কার্ড প্রদান, নিয়মিত সভা, টার্গেট নির্ধারণ, প্রতিদিন মনিটরিং, সার্কেল অফিস পরিদর্শন ও মাঠপর্যায়ে ভিজিট বাড়ানো হয়েছে।

সভায় মেয়র বলেন, করদাতাদের আস্থা ফেরাতে আপিল নিষ্পত্তি গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য অনুযায়ী, আগে যেখানে প্রতিটি সার্কেলে মাসে ১–২টি আপিল বোর্ড বসত এবং উপস্থিতি ছিল ২০–৩০ জন, বর্তমানে প্রতি সার্কেলে মাসে ৫টি আপিল বোর্ড অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং প্রতিটিতে উপস্থিতি ১০০ জনের বেশি। ত্রৈমাসিক অ্যাসেসমেন্টের সময় নতুন বা সম্প্রসারিত কোনো হোল্ডিং যেন বাদ না যায়, সে বিষয়েও কড়া মনিটরিং চলছে।মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন রাজস্ব কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়ে বলেন, আগামী জুলাই মাসের মধ্যে ট্রেড লাইসেন্সের সংখ্যা দ্বিগুণ করতে হবে। প্রথমে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব মার্কেটসহ সকল মার্কেটে সরেজমিন পরিদর্শন করতে হবে। ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া কোনো ব্যবসা চলতে দেওয়া যাবে না; প্রয়োজনে ম্যাজিস্ট্রেটদের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে চসিকের অনুমতি ও নির্ধারিত ফি আদায় নিশ্চিত করতে হবে। কোচিং সেন্টারসহ সব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স বাধ্যতামূলক। কিন্তু অভিযোগ আছে কোচিংগুলো ট্রেড লাইসেন্স নেয়না এবং অনুমতি ছাড়া ইচ্ছামতো বিজ্ঞাপন প্রচারিত করে শহরের সৌন্দর্য নষ্ট করে। এবিষয়টি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। আমাকে প্রতিদিনের রাজস্ব আদায়ের সারসংক্ষেপ রিপোর্ট জমা দিবেন। দায়িত্বে অবহেলা করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সভায় রাজস্ব আদায় আরও বাড়াতে কয়েকটি কৌশলগত করণীয় তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে রয়েছে প্রতি বছর রাজস্ব সম্মেলন আয়োজন, এনবিআর, বন্দর, চেম্বার ও বড় কর্পোরেট হাউজগুলোর সাথে সমন্বয়, গণমাধ্যম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর সচেতনতামূলক প্রচারণা, সার্কেলগুলোতে পর্যাপ্ত লজিস্টিক সহায়তা, শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগ, নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং ভালো কাজের জন্য কর্মচারীদের প্রণোদনা প্রদান। মেয়র বলেন, “নগরবাসীর করের টাকাই নগরীর উন্নয়নের মূল শক্তি। সুশাসন, জবাবদিহিতা ও কার্যকর রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চট্টগ্রামকে আমরা একটি আধুনিক ও সমৃদ্ধ নগরীতে রূপান্তর করব।”

মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের গতি বাড়ানোর নির্দেশ মেয়রের

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন সোমবার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে পরিচ্ছন্নতা বিভাগের সাথে মতবিনিময় সভায় নগরীর মশা নিয়ন্ত্রণ ও ডেঙ্গু-চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে গুরুত্ব দিয়েছেন। মশা নিয়ন্ত্রণে জনগণকেও সচেতন ও সম্পৃক্ত করার নির্দেশনা দেন মেয়র। তিনি বলেন, মশার নিয়ন্ত্রণে তদারকি আরও জোরদার করতে হবে। মশা নিয়ন্ত্রণে বিটিআই নামে আমেরিকান প্রযুক্তির লার্ভিসাইড ব্যবহার করা হচ্ছে, যা পরিবেশবান্ধবভাবে মশার লার্ভা ধ্বংসে কার্যকর এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতি করে না। এই কার্যক্রমটি বিভিন্ন ওয়ার্ডে সম্প্রসারণের মাধ্যমে মশা কমাতে সহায়তা করছে। তিনি আরও বলেন, যদি কারো বাড়ি বা

স্থাপনায় জমাট পানি থেকে মশার লার্ভা লক্ষ্য করা যায়, তাহলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ম্যাজিস্ট্রেট পাঠিয়ে জরিমানাসহ আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়া, মশা ও জলাবদ্ধতার "হটস্পট" হিসেবে চিহ্নিত এলাকাগুলিতে বিশেষভাবে নজরদারি ও অভিযান চালাতে তিনি নবনিযুক্ত ৮ জন মশক ইন্সপেক্টরকে দায়িত্ব প্রদান করার নির্দেশ দেন, যাতে স্থানীয় সমস্যা দ্রুত সমাধান করা যায় এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি কমে।
তিনি বলেন, মশা ও ডেঙ্গু রোধে ফগিং, লার্ভিসাইড প্রয়োগ, নর্দমা–নালা পরিষ্কার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। কিছু ওয়ার্ডে মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে গাফিলতির অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, যারা গাফিলতি করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মোঃ শরফুল ইসলাম মাহি, উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা প্রণব কুমার শর্মা প্রমুখ।

বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় চসিকের দোয়া মাহফিলে ডা. শাহাদাত হোসেন

বেগম খালেদা জিয়া স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের প্রতীক

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ও মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া আজীবন দেশের মানুষের ভোটের অধিকার, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি এখন জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। তার এই কঠিন সময়ে আমরা সবাই আল্লাহর দরবারে তার দ্রুত সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। দেশনেত্রী শুধু একটি দলের নেত্রী নন, তিনি গোটা জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তিনি দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের প্রতীক। বেগম খালেদা জিয়া স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের প্রতীক।তিনি সোমবার (২২ ডিসেম্বর) বাদে মাগরিব বাটালি হিল টাইগার পাসস্থ নগর ভবনের মসজিদে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা ও তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক বিশেষ দোয়া মাহফিলে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, দেশনেত্রীর সুস্থতার জন্য সারাদেশের মানুষ আজ উদ্বিগ্ন। এই দোয়া মাহফিল থেকে আমরা মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে বিশেষভাবে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আমাদের নেত্রীকে সুস্থ করে দ্রুত আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দেন। আমরা বিশ্বাস করি, লাখো কোটি মানুষের দোয়া আল্লাহ অবশ্যই কবুল করবেন। তিনি বলেন, দেশনায়ক তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন আমাদের রাজনৈতিক সংকটের মাঝে একটি নতুন সূর্যোদয়ের ইঙ্গিত। তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন আমরা সকলেই কামনা করি, কারণ, তাঁর নেতৃত্বে বিএনপি আবারও দেশের মানুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় ঝাঁপিয়ে পড়বে।
ডা. শাহাদাত হোসেনের উদ্যোগে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মোনাজাতে দেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং শান্তি সমৃদ্ধি কামনা করা হয়। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন মসজিদের ঈমান মাওলানা মোহাম্মদ মহিউদ্দিন। দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য মো. কামরুল ইসলাম, চসিকের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা মির্জা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ, মহানগর বিএনপির সাবেক স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. এস এম সারোয়ার আলম, সাবেক দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী, বিএনপি নেতা মহসিন তালুকদার, জসিম উদ্দিন চৌধুরী, হাজী মোহাম্মদ ইলিয়াস, হাসান উসমান চৌধুরী, মোস্তফা আলম মাসুম, মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক জিয়াউর রহমান জিয়া, মেয়রের এপিএস মারুফুল হক চৌধুরী, চসিক জাতীয়তাবাদী কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মামুনুর রশীদ মামুন, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলাউদ্দীন, মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহবায়ক মহসিন কবির আপেল, সাবেক ছাত্রদল নেতা শাহীন হায়াত, ইয়াকুব আলী সিফাত, মাওলানা ওয়াহিদুল আলম, মাওলানা মো. ইয়াসিন, প্রমুখ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮